INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-2, Issue-1, Jan-June' 2026

অদ্বৈত বেদান্তের আলোকে জগতের স্বরূপ: স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গি

***কুন্তল মন্ডল**

সারসংক্ষেপ

অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্যের মতে, 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা।' তবে তিনি জগৎকে মিথ্যা বললেও অলীক বা অসৎ বলেননি । তাঁর মতে জগৎ শশশৃঙ্গের ন্যায় চূড়ান্ত ভাবে অসৎ ও নয়, আবার ত্রিকাল অবাধি ব্রহ্মের ন্যায় চূড়ান্ত ভাবে সৎ ও নয়। জগৎ সদসদ্বিলক্ষণ । তাই তাঁর মতে জগৎ মিথ্যা। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন হয় জগৎ কোন অর্থে মিথ্যা ? অদ্বৈত মতে স্বপ্ন অভিজ্ঞতা কিংবা ব্রহ্মজ্ঞানের মত জগৎ ব্যবহারিক মিথ্যা নয়, তা হল পারমার্থিক মিথ্যা। এখন প্রশ্ন জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে সম্মন্ধ কিরূপ ? পারমার্থিক সত্তার স্তরে ব্যবহারিক সত্তার সত্যি সত্যি কি বিলোপ ঘটে? নাকি কেবল জগৎ কে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায়? এ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গি অনন্যতার দাবি রাখে। তিনি শঙ্করাচার্যের অদ্বৈত মতবাদকে গ্রহণ করলেও তার একটি প্রায়োগিক ও মানবকল্যাণমুখী ব্যাক্ষা প্রদান করেছেন।বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে অদ্বৈত দর্শনের মূল লক্ষ্য কেবল তাত্ত্বিক আলোচনা নয়, বরং তার বাস্তব প্রয়োগ। তিনি জগতকে আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্র হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন, যেখানে আত্মার ঐক্য উপলব্ধির মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজের উন্নতি সম্ভব। ফলে তাঁর ব্যাখ্যায় অদ্বৈত বেদান্ত মানবতাবাদ, সেবা এবং সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত।অতএব, অদ্বৈত বেদান্তের আলোকে বিবেকানন্দের প্রয়োগধর্মী দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির তাৎপর্য ও আধুনিক প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরে জগতের স্বরূপ সংক্রান্ত আলোচনায় এই প্রবন্ধের মুখ্য আলোচ্য বিষয়।

মুখ্য শব্দ (Keywords): জগতের স্বরূপ, পারমার্থিক মিথ্যা, ব্রহ্মজ্ঞান, বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ

**Guest Lecturer, Teacher, Kaikala Sanskrit Vidyapeeth (Adarsha Sanskrit Mahavidyalaya)*

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-2, Issue-1, Jan-June' 2026

ভূমিকা:

জগতের স্বরূপ সংক্রান্ত সমস্যা এক চিরাচরিত দার্শনিক সমস্যা। প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য উভয় ক্ষেত্রেই জগতের ভৌতিক সত্তা বিষয়ক কৌতূহল দর্শন এর সৃষ্টিলগ্ন থেকে প্রবাহমান। জগতের উৎপত্তি কোথা থেকে ? নিছক যান্ত্রিক উপায়ে জগৎ উৎপন্ন ? নাকি জগতের মূলে রয়েছে কোন অতিপ্রাকৃত চেতন সত্তা ? জগতে প্রকৃত স্বরূপ কি ? তা নিত্য নাকি অনিত্য ? এই সকল কৌতূহল নিরসনের উদ্দেশ্যেই ভারতীয় তত্ত্বদ্রষ্টা ঋষিগণ নিজ নিজ উপলব্ধ সত্যকে আপন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উপস্থাপন করেছেন। কারো মতে জগত কেবল ভূতদ্রব্যের সমষ্টি মাত্র। আবার কারো মতে জাগতিক সমস্ত কিছুই অনিত্য। অনুরূপ ভাবে অন্যান্য ভারতীয় দর্শনের ন্যায় বেদান্ত দর্শনেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। অদ্বৈত বেদান্তের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় হল ব্রহ্ম ।[1] আচার্য শঙ্কর এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপনীত হয়েছেন জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপালনের মাধ্যমে। তাই অদ্বৈত বেদান্তের জগত সংক্রান্ত আলোচনা এক অনন্যতার দাবি রাখে তার নিঃসন্দেহে বলা যায়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে অদ্বৈত বেদান্তের এই সিদ্ধান্তকে ঘিরে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, স্বচ্ছ স্ফুটিকে ন্যায় প্রতীয়মান যে জগতে আমরা বাস করছি, সেই জগত কিভাবে মিথ্যা হতে পারে ? এর উত্তর অনুসন্ধান করতে গেলে আমাদের আগে অদ্বৈত বেদান্ত অবলম্বনে জগতের স্বরূপকে বোঝা প্রয়োজন। পাশাপাশি 'জগত মিথ্যা' এ কথার তাৎপর্য নিরূপণ পূর্বক ব্রহ্ম জ্ঞান উদয়ের সাথে সাথে জগতের অবস্থান কীরূপ হয় তা আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

অদ্বৈত বেদান্ত মতে ত্রিবিধ সত্তা:

অদ্বৈত মত অবলম্বনে জগতের যথার্থ স্বরূপ কে বোঝার জন্য প্রথমে ত্রিবিধ সত্তাকে বোঝা প্রয়োজন। শংকরাচার্য জগতের স্বরূপ প্রসঙ্গে তিন প্রকার সত্তার উল্লেখ করেছেন।[2] যথা

১.পারমার্থিক সত্তা

২.ব্যবহারিক সত্তা

৩.প্রাতিভাসিক সত্তা

পারমার্থিক সত্তা :- যে সত্তা ত্রিকাল অবাধিত অর্থাৎ অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ কোনকালেই বাধাপ্রাপ্ত হয় না, সৎ চিৎ আনন্দ স্বরূপ তাকেই পারমার্থিক সত্তা বলে।[3] একমাত্র ব্রহ্ম ত্রিকাল সত্য, কারণ তা কোন কিছুর দ্বারাই বাধিত হয় না।

ব্যবহারিক সত্তা :-

যে সত্তা কেবলমাত্র পারমার্থিক সত্তার দ্বারা বাধিত হয়, তাই ব্যবহারিক সত্তা।[4] অর্থাৎ ব্যবহারিক সত্তা ততক্ষণ পর্যন্তই অবাধিত থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত পারমার্থিক সত্তার উদয় না হয়। পারমার্থিক সত্তা উদয় হওয়ার সাথে সাথেই ব্যবহারিক সত্তা বিলীন হয়ে যায়। যথা : ঘট পটাদি জাগতিক সত্তা হল ব্যবহারিক সত্তার দৃষ্টান্ত। ব্রহ্মজ্ঞান হলে জগৎ থাকে না, জগৎ বাধিত হয়। তাই জগৎ ব্যবহারিক সৎ।[5]

প্রাতিভাসিক সত্তা :-

ব্রহ্ম জ্ঞান ব্যতীত যেকোনো ধরনের বিরোধী জ্ঞানীর দ্বারা যে সত্তা বাধা প্রাপ্ত হয় তাকে প্রাতিভাসিক সত্তা বলে।[6] যেমন শুক্তিতে রজতভ্রম কালে যতক্ষণ না শুক্তির জ্ঞান হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত রজত রূপ প্রাতিভাসিক সত্তার অস্তিত্ব থাকে। এই স্থলে শুক্তি হল ব্যবহারিক সত্তা যার জ্ঞান উদয়ের সাথে সাথেই রজতভ্রম বিলীন হয়ে যায়।

অদ্বৈত বেদান্ত মতে ত্রিবিধ সত্তার মধ্যে একমাত্র পারমার্থিক সত্যাই সত্য। ব্যবহারিক এবং প্রাতিভাসিক উভই সত্তাই প্রকৃত সত্তার উপর অধ্যারোপিত হওয়ায় তা মিথ্যা।

---

[1] "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"—ব্রহ্মাসুত্র ১.১.১

[2] ভারতীয় দর্শন, সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা—৩৮৩

[3] ভারতীয় দর্শন, দীপক কুমার বাগচী, পৃষ্ঠা—৩৩৬

[4] পূর্ববৎ, পৃষ্ঠা—৩৩৬

[5] বেদান্ত পরিভাষা, অনু:,পঞ্চানন শাস্ত্রী, পৃষ্ঠা— ১৫৯-৬০

[6] তত্ত্ববোধ, বঙ্গানুবাদ, সঙ্ঘমিত্রা দাশগুপ্ত, পৃষ্ঠা—৪২

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-2, Issue-1, Jan-June' 2026

অদ্বৈত মতে জগত:-

শংকরাচার্যের মতে জগৎ হল ব্রহ্মের বিবর্তিত রূপ। অধ্যাস বা মায়া শক্তি দ্বারা এই জগত সৃষ্টি হয়েছে। তবে সৃষ্টির অর্থ এখানে আরোপ।[7] এখানে সৃষ্টি বলতে উৎপন্ন হওয়া নয়। সৃষ্টি বলতে আরোপিত হওয়া বা প্রক্ষিপ্ত হওয়াকে বোঝায়। ব্যবহারিক সত্তার উপর প্রাতিভাসিক সত্তা আরোপিত হওয়ার কারণে যেমন ভ্রম জ্ঞানের উদয় হয়, তেমনি পারমার্থিক সত্তার উপর জাগতিক সত্তার অধ্যারোপের কারণে জগৎকে সত্য বলে মনে হয়। ভ্রম জ্ঞানের প্রাতিভাসিক সত্যতা থাকলেও যেমন ব্যবহারিক সত্যতা নেই, তেমনি জগতের ব্যবহারিক সত্যতা থাকলেও পারমার্থিক সত্যতা নেই। তাই শংকরের মতে ব্রহ্মই একমাত্র পারমার্থিক সৎ।

জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন :-

জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনের জন্য আচার্য শঙ্কর অধ্যাসের ধারনা ব্যাখ্যা করেছেন ।অধ্যাপক এর স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি অধ্যাসের লক্ষণে বলেছেন, " স্মৃতি রূপ: পরত্র পূর্বদৃষ্টাবভাস:"।[8] অর্থাৎ অধ্যাস হল অন্য আধিকরণে পূর্ব দর্শন জন্য সংস্কার থেকে স্মর্য্যমান ব্যবহারিক কোন পদার্থের প্রতিভাস।[9] আচার্য শঙ্কর মিথ্যা প্রসঙ্গে দুটি লক্ষণের কথা বলেছেন। যথা- ১) যা অবাধিত নয় তাই মিথ্যা, এবং ২) যা সদসৎ বিলক্ষণ অর্থাৎ অনির্বচনীয় তাই মিথ্যা। অর্থাৎ যা কোন কিছুর দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয় তাকে সত্য বলা যায়না এবং যাকে সৎ বা অসৎ কোনটাই বলা যায় না তাকে মিথ্যা বলা হয়। শংকরের মতে জগতের ব্যবহারিক সত্যতা থাকলেও পারমার্থিক সত্যতা নেই কারণ তা ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। যেহেতু জগৎ অবাধিত নয় তাই জগৎ মিথ্যা।

দ্বিতীয়তঃ জগতকে সৎ কিংবা অসৎ কোনটাই বলা যায় না।[10] কারণ সৎ হতে গেলে জগতকে তিনটি কালেই সৎ হতে হবে। কিন্তু জগত ব্রহ্মের মতো চূড়ান্তভাবে সৎ নয় আবার জগত আকাশকুসুম বা শশশৃঙ্গ এর ন্যায় চূড়ান্তভাবে অসৎও নয়। অসৎ বস্তুর লক্ষণ হলো যা নি:স্বভাব হবে। নিঃস্বভাব কখনো ভাব রূপে প্রতীয়মান হয় না। তাই জগতকে কখনো চূড়ান্তভাবে অসৎ বলা যায় না। জগত সদসদ্বিলক্ষণ- যা অনির্বচনীয় হওয়ায় মিথ্যা। তবে ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জগতকে মিথ্যা বলা যায় না। যতক্ষণ না ব্রহ্ম জ্ঞান উদয় ঘটছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সাধারণ ব্যক্তির কাছে জগত সত্য। তাই জগতকে শঙ্করাচার্য পারমার্থিক অর্থে মিথ্যা বলেছেন।

ব্রহ্ম জ্ঞান উদয়ে জগতের অবস্থান:- এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে ব্রহ্ম জ্ঞান উদয় হলে জগতের অবস্থান কি রূপ হয় ? অর্থাৎ ব্রহ্ম জ্ঞান উদয় হলে জগত কি সাথে সাথে বিলীন হয়ে যায় ? নাকি জগত থাকে কেবল তাকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হয়ে যায় ? উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কোন চলচ্চিত্র চলাকালীন চলচ্চিত্রের পর্দা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না । তখন কেবল চলচ্চিত্রটি প্রতিভাত হয়। কিন্তু চলচ্চিত্র আরম্ভের পূর্বে পর্দাটি দৃষ্টিগোচার হয়। অথচ উভয় ক্ষেত্রেই আমরা পর্দার দিকে তাকিয়ে থাকি। যতক্ষণ না পর্যন্ত চলচ্চিত্র শুরু হয় ততক্ষণ পর্দার প্রত্যক্ষ আমাদের হয় এবং তার অস্তিত্ব নিয়ে কোন সংশয় আমাদের থাকে না। কিন্তু যখনই চলচ্চিত্র শুরু হয় তখন পর্দাকে আমরা আর দেখতে পাই না। এখন প্রশ্ন হল পর্দাটি কি চলচ্চিত্র শুরু সাথে সাথে বিলীন হয়ে যায় নাকি পর্দাটি থাকে কেবল সেই জায়গায় আমরা চলচ্চিত্র দেখি বলে তা আমাদের আর প্রত্যক্ষ গোচর হতে পারে না।

---

[7] ভারতীয় দর্শন, প্রদ্যোৎ কুমার মন্ডল, পৃষ্ঠা—৩০০

[8] বেদান্তদর্শনম্, শাঙ্করভাষ্য, প্রথম অধ্যায়, অনুবাদক ও ব্যাখ্যাতা স্বামী বিশ্বরূপানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১৪, পৃষ্ঠা—২৯

[9] তত্ত্ববোধ, বঙ্গানুবাদ, সঙ্ঘমিত্রা দাশগুপ্ত, পৃষ্ঠা—৪৫

[10] ভারতীয় দর্শন, প্রদ্যোৎ কুমার মন্ডল, পৃষ্ঠা—৩০৩

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-2, Issue-1, Jan-June' 2026

এই দৃষ্টান্ত অবলম্বনে অনুরূপভাবে প্রশ্ন তোলা যায় যে শংকরাচার্য জগতকে পারমার্থিক অর্থে মিথ্যা বলতে ঠিক কি বুঝিয়েছেন । ব্রহ্ম জ্ঞান উদয়ের সাথে সাথে জগৎ কি বিলীন হয়ে যায় নাকি জগত থাকে কেবল সেই স্থানে ব্রহ্ম উপলব্ধি বশত জগত প্রতিভাত হয় না?

জগত প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গি :-

অদ্বৈত বেদান্ত অবলম্বনে জগতের স্বরূপ সম্পর্কিত আলোচনায় স্বামী বিবেকানন্দের ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি একটি উল্লেখযোগ্য আলোচ্য বিষয়। বিবেকানন্দ অদ্বৈত বেদান্তের আলোকে জগতের স্বরূপকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা গভীর দার্শনিক ও প্রয়োগিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণযোগ্য। তিনি শঙ্করাচার্যের অদ্বৈত বেদান্তের মূল ভাবধারাকে গ্রহণ করলেও তা নিছক তাত্ত্বিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি; বরং তিনি তার প্রয়োগিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে জগতের প্রকৃতি ও তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে নতুন মাত্রা দিয়েছেন।

উপনিষদে বলা হয়, "সত্যম্ জ্ঞানমনন্তম্ ব্রহ্ম"[11] অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য, চৈতন্য, অসীম। অপরদিকে স্বামীজী বলেছেন,"আমরা নিজেরাই নিজেদের চোখে হাত দিয়ে অন্ধকার অন্ধকার বলিয়া চিৎকার করিতেছে। হাত সরাইয়া লও দেখিবে প্রথম হইতেই আলোক ছিল"।[12] মানুষের প্রয়োজন কেবল সেই অন্তস্থ আলোকে উন্মোচিত করা। স্বামীজী বলেছেন "আমাদের কেবল দ্বার খুলিয়া দিতে হইবে এবং পথ পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে হইবে। জল আপন বেগে ধাবিত হইবে এবং নিজের স্বাভাবেই ক্ষেত্রটিকে আপ্লুত করিয়া ফেলিবে, কেননা জল তো পূর্বেই সেখানে ছিল"।[13] অর্থাৎ তাঁর জগত-দর্শন এক ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে অদ্বৈত দর্শনের পুনর্পাঠ বললেও অত্যুক্তি হবে না।তিনি শাস্ত্রীয় মায়াবাদকে অতিক্রম করে এক প্রয়োগিক, মানবিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন। জগত তাঁর কাছে ত্যাগযোগ্য নয়, বরং উপলব্ধিযোগ্য — যে জগতের মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের সেবা করতে পারি এবং আত্মোপলব্ধির পথে অগ্রসর হতে পারি। তাই বিবেকানন্দের ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অদ্বৈত সম্মত জগত তত্ত্বের পুনর্ব্যক্ষা করা যেতে পারে।

ব্রহ্মজ্ঞানে ব্যবহারিক মুক্তি

অদ্বৈত বেদান্ত মতে, ব্যবহারিক জগত থেকে প্রকৃত মুক্তির একমাত্র উপায় হল আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের লাভ। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ নিজের সত্তাকে শরীর, মনের সঙ্গে একীভূত করে দেখে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে ব্যবহারিক জগতের সুখ-দুঃখ, মোহ-মায়ার মধ্যে আবদ্ধ থাকে। কিন্তু যখন সে উপলব্ধি করে—
"আমি শরীর নই, মন নই, আমি চৈতন্য মাত্র; আমি ব্রহ্ম, আমি সর্বব্যাপী,"তখন তার কাছে এই ব্যবহারিক জগতের প্রভাব মিথ্যা হয়ে যায়। অদ্বৈত বেদান্ত মতে, জীব ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কিছু নয়। জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা প্রতিপাদন অদ্বৈত বেদান্তের মূল কথা। অবিদ্যা বশতঃ জীব নিজেকে ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন বলে মনে করে। দেহাভিমানী জীব স্বরূপত অকর্মা, অভোক্তা, অসীম, অনন্ত হলেও দেহ মন ইন্দ্রিয়াদির আবেষ্টনে আবদ্ধ হয়ে নিজেকে কর্তা ভোক্তা মনে করে।[14] আমরা কখনো আত্মাকে দেহের সঙ্গে অভিন্ন মনে করি, কখনো মন বা বুদ্ধির সঙ্গে অভিন্ন ভেবে থাকি।আবার কখনও আমি অন্ধ , আমি বধির এইরূপে আত্মাকে ইন্দ্রিয়ের সাথেও অভিন্ন ভেবে ভুল করি।[15] সুতরাং আত্মা বিষয়ে যথেষ্ট ভ্রম থাকায় আত্মা সন্দিগ্ধ। আত্ম বিষয়ে বা ব্রহ্ম বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান লাভের দ্বারাই এই অজ্ঞান দূর করা সম্ভব।

আত্ম জিজ্ঞাসা থেকেই আসে আত্মজ্ঞান। এই উপলব্ধিকে বলা হয় "অহং ব্রহ্মাস্মি" — অর্থাৎ "আমি

---

[11] তৈত্তিরীয় উপনিষদ (২/১/২)

[12] স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, দ্বিতীয় খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়,২০২১ (e-book), পৃষ্ঠা—২২৩

[13]পূর্ববৎ, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা—২৩৪

[14]শঙ্করাচার্য্যকৃত তত্ত্ববোধ, বঙ্গানুবাদ, সঙ্ঘমিত্রা দাশগুপ্ত, পৃষ্ঠা—১০৬

[15] ব্রহ্মসূত্রের অধ্যাসভাষ্য, ডঃ সীতানাথ গোস্বামী, পৃষ্ঠা—৮৫-৮৯

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-2, Issue-1, Jan-June' 2026

ব্রহ্ম।" এই জ্ঞান লাভ হলে ব্যক্তির জীবনে গভীর রূপান্তর আসে। সে আর জগতের সঙ্গে একাত্মবোধ করে না, কারণ সে জানে — এই জগত মায়া।উদাহরণস্বরূপ, শিশুকালে মানুষ রূপকথা বিশ্বাস করে, কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর জানে এগুলো কল্পনা—তেমনি জ্ঞানীর কাছে এই ব্যবহারিক জগতও এক কল্পনা, এক অনিত্য অভিজ্ঞতা। একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান লাভের মাধ্যমেই মানুষ বুঝতে পারে যে, জগৎ শুধুই অভিজ্ঞতার খেলা; সত্য সত্তা একমাত্র ব্রহ্ম, এবং সেই ব্রহ্মই সে নিজে। এই উপলব্ধিই ব্যবহারিক জগতের আবরণ সরিয়ে দেয়।

ব্রহ্ম জ্ঞান উদয়ে জগতের অবস্থান:- এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে ব্রহ্ম জ্ঞান উদয় হলে জগতের অবস্থান কি রূপ হয় ? অর্থাৎ ব্রহ্ম জ্ঞান উদয় হলে জগত কি সাথে সাথে বিলীন হয়ে যায় ? নাকি জগত থাকে কেবল তাকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হয়ে যায় ? উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কোন চলচ্চিত্র চলাকালীন চলচ্চিত্রের পর্দা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না । তখন কেবল চলচ্চিত্রটি প্রতিভাত হয়। কিন্তু চলচ্চিত্র আরম্ভের পূর্বে পর্দাটি দৃষ্টিগোচার হয়। অথচ উভয় ক্ষেত্রেই আমরা পর্দার দিকে তাকিয়ে থাকি। যতক্ষণ না পর্যন্ত চলচ্চিত্র শুরু হয় ততক্ষণ পর্দার প্রত্যক্ষ আমাদের হয় এবং তার অস্তিত্ব নিয়ে কোন সংশয় আমাদের থাকে না। কিন্তু যখনই চলচ্চিত্র শুরু হয় তখন পর্দাকে আমরা আর দেখতে পাই না। এখন প্রশ্ন হল পর্দাটি কি চলচ্চিত্র শুরু সাথে সাথে বিলীন হয়ে যায় নাকি পর্দাটি থাকে কেবল সেই জায়গায় আমরা চলচ্চিত্র দেখি বলে তা আমাদের আর প্রত্যক্ষ গোচর হতে পারে না।

এই দৃষ্টান্ত অবলম্বনে অনুরূপভাবে প্রশ্ন তোলা যায় যে শংকরাচার্য জগতকে পারমার্থিক অর্থে মিথ্যা বলতে ঠিক কি বুঝিয়েছেন । ব্রহ্ম জ্ঞান উদয়ের সাথে সাথে জগৎ কি বিলীন হয়ে যায় নাকি জগত থাকে কেবল সেই স্থানে ব্রহ্ম উপলব্ধি বশত জগত প্রতিভাত হয় না?

ব্যবহারিক জগতের প্রয়োগিক দৃষ্টিভঙ্গি

স্বামী বিবেকানন্দ অদ্বৈত বেদান্তকে শুধু দর্শনের বিষয় হিসেবে দেখেননি, তিনি এটিকে জীবনের, কর্মের, সমাজসেবার, ও মানবকল্যাণের একটি কার্যকর ভিত্তি হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর মতে:"A man is not poor if he can walk and work. All power is within you; you can do anything and everything." এখানে "all power is within you"—এই ধারণা অদ্বৈতের মূলে নিহিত: প্রত্যেক জীব ব্রহ্মস্বরূপ, তাই কেউ ছোট নয়, কেউ হীন নয়। স্বামীজী বলেছেন সম্প্রসারণই জীবন - সঙ্কীর্ণতাই মৃত্যু , প্রেমই জীবন - দ্বেষই মৃত্যু।[16] এখন প্রশ্ন হল ব্যবহারিক জীবনে কোন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে বা কোন কোন উপায়ে এই তত্ত্বকে দৈনন্দিন জীবনে উপলব্ধি করা সম্ভব।

সেবার মাধ্যমে আত্মদর্শন :

স্বামী বিবেকানন্দের মতে আত্মদর্শনের অন্যতম উপায় হল সেবা। তিনি প্রকৃত ধর্ম প্রসঙ্গে বলেন, " আমি এত তপস্যা করি এই সার বুঝেছি যে, জীবে জীবে তিনি অধিষ্ঠান হয়ে আছেন; তা ছাড়া ঈশ্বর-ফিশ্বর কিছুই আর নেই।– 'জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'"।[17] এই উক্তির অন্তর্নিহিত দার্শনিক ভিত্তি অদ্বৈত। অদ্বৈত মতে প্রত্যেক জীবেই ঈশ্বর বা ব্রহ্মের প্রতিফলন আছে। সুতরাং, অন্যকে সেবা করা মানেই নিজের অন্তরের চৈতন্যেরই প্রকাশ ঘটানো। অদ্বৈত দর্শন বলে "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি"—সত্য এক, কিন্তু আমরা তাকে নানা রূপে দেখি। স্বামীজির মতে, এই 'এক সত্য'-র উপস্থিতি প্রতিটি জীবের মধ্যে রয়েছে। তাই দুঃখী, দরিদ্র, নির্যাতিত মানুষকে সেবা করা মানে তাঁকে তুচ্ছ বা হীন বলে নয়, ঈশ্বরতুল্য জেনে সেবা করা।এটি দয়ার কাজ নয়, বরং পূজার কাজ। এটাই ব্যবহারিক অদ্বৈতের রূপান্তর—তত্ত্ব থেকে কর্মে।একে তিনি বলেছিলেন "শিব জ্ঞানে জীব সেবা " — অর্থাৎ জীবের মধ্যে শিবকে জেনে সেবা।বিবেকানন্দ

[16] আমার ভারত অমর ভারত, স্বামী বিবেকানন্দ, পৃষ্ঠা—১৪০

[17] পূর্ববৎ, পৃষ্ঠা—৯২

বলেছেন, "If you cannot see God in the poor man on the street, you will never see Him in the temple." এটি অদ্বৈতের একেবারে প্রয়োগিক প্রকাশ।

সমাজ সংস্কারে অদ্বৈতের ভূমিকা:

অদ্বৈতের আলোকে স্বামী বিবেকানন্দ সমস্ত জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, অর্থনৈতিক বিভেদ ইত্যাদিকে মায়াময় ও অনিত্য বলেই মনে করতেন। তাঁর মতে, এগুলোর ভিত্তিতে কোনো সামাজিক ভেদাভেদ বা বৈষম্য থাকা উচিত নয়।অদ্বৈত দর্শনে সবকিছুর মূল ব্রহ্ম—যা নিরাকার, নির্গুণ, এক ও অভেদ। এই চেতনায় সমাজের প্রতিটি মানুষ, ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, নারী-পুরুষ—সবাই সমান। স্বামীজীর স্বদেশ মন্ত্র এর জ্বলন্ত উদাহরণ। বিবেকানন্দ বলেছেন—"It is a sin to call a man weak. You are all sons of immortality." এই বাণীতে তিনি প্রত্যেক মানুষের মধ্যকার দেবত্ব বা ব্রহ্মত্বের স্বীকৃতি দিচ্ছেন।

ব্যক্তি উন্নয়নে আত্মবিশ্বাসের ভিত্তি:

স্বামী বিবেকানন্দের মতে, ব্যক্তি উন্নয়নের প্রথম শর্ত—আত্মবিশ্বাস। এবং এই আত্মবিশ্বাসের ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে অদ্বৈতের উপর। কারণ অদ্বৈত বলে, তুমি দেহ নও, তুমি ব্রহ্ম—চির অমর চৈতন্য। যখন এই চেতনা জাগে, তখন মানুষ নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিকে উপলব্ধি করে।অধিকাংশ মানুষ নিজেকে দুর্বল, পাপী, হীন ভাবে—যা এক ধরনের আত্মঅজ্ঞানের ফল। অদ্বৈত দর্শনের লক্ষ্যই হল এই অজ্ঞানের আবরণ সরিয়ে নিজেকে চিনে নেওয়া।"তত্ত্বমসি" — "তুমিই সেই ব্রহ্ম।"এই উপলব্ধি মানুষের আত্মবিশ্বাস বাড়ায়, ভয় কাটিয়ে তোলে, কাজ করার সাহস দেয়, নিজের ও সমাজের প্রতি দায়িত্ব জাগায়। *'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত'*—উপনিষদের এই বাণী স্বামীজীর দৃপ্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে , *'Arise awake and stop not till the goal is reached' অর্থাৎ ওঠো জাগো লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থেমো না।*[18] কারণ তোমার মধ্যে যে ব্রহ্ম আছে তার শক্তি অসীম।

উপসংহার:

স্বামী বিবেকানন্দ অদ্বৈত দর্শনের গভীর তত্ত্বকে জীবনের প্রতিটি স্তরে—সেবা, সমাজ ও আত্মোন্নয়নের মাধ্যমে রূপান্তরিত করেছেন। তাঁর ভাবনা অনুযায়ী, ব্যবহারিক অদ্বৈত মানে দর্শনের বাস্তব জীবনে প্রয়োগ, যেখানে মানুষ নিজেকে ও অপরকে চৈতন্য হিসেবে দেখে এবং সেই অনুযায়ী জীবনযাপন করে। ব্রহ্ম শব্দটি এসেছে 'বৃহ' ধাতু থেকে যার অর্থ সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। সেই বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই জগতের প্রকৃত স্বরূপ ব্যাখ্যা করায় ছিল স্বামী বিবেকানন্দ উদ্দেশ্যে। নিঃস্বার্থপর হওয়ার অর্থ যেমন স্বার্থকে বিসর্জন দেওয়া নয়। বরং স্বার্থপরতার গণ্ডিকে অতিক্রম করে গিয়ে এক বৃহত্তর সত্তার কাছে আত্মসমর্পণ করা। ঠিক তেমনি পারমার্থিক সত্তায় উপনীত হওয়ার অর্থ ব্যবহারিক সত্তাকে সম্পূর্ণ অর্থে বিসর্জন দেওয়া নয় বরং জাগতিক সত্তা কে অতিক্রম করে এক বৃহত্তর সত্তার কাছে সমর্পণ করা। তখন জগৎ তথা আমিত্বের গণ্ডি আপনা থেকেই ভেঙ্গে যাবে,যেভাবে আমার বাড়ি, আমার গ্রাম, আমার রাজ্য ,আমার দেশ ক্রমশ জাতীয়তাবোধ গড়ে তোলে সেভাবেই আত্ম সম্প্রসারণের দ্বারা ক্রমে সমগ্র বিশ্ব তথা ব্রহ্মাণ্ড আমার হয়ে উঠবে।

গ্রন্থপঞ্জী:

- বিবেকানন্দ, স্বামী, বানী ও রচনা, দ্বিতীয়, তৃতীয়,ষষ্ঠ খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৬১।
- গোস্বামী,সীতানাথ, ব্রহ্মসূত্রের অধ্যাসভাষ্য, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৪১৯।
- দাশগুপ্ত, সঙ্ঘমিত্রা, শংকরাচার্য্যকৃত তত্ত্ববোধ, সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০২২।
- চক্রবর্তী, লোকনাথ, শ্রীমৎধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র বিরোচিত বেদান্ত পরিভাষা, সংস্কৃত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ১৪২৬।
- অমৃতত্বানন্দ, স্বামী, শ্রী সদানন্দযোগীন্দ্র সরস্বতী প্রণীত বেদান্তসার, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯৮।

[18] স্বামী-শিষ্য-সংবাদ, শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, পৃষ্ঠা—১০৭

• বিবেকানন্দ, স্বামী, আমার ভারত অমর ভারত, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, ১৯৮৬।
• সেন, দেবব্রত, ভারতীয় দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৭৮।
• মন্ডল, প্রদ্যোৎ কুমার, ভারতীয় দর্শন, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১৯৯৯।
• গোস্বামী, নৃপেন্দ্র, ভারতীয় দর্শন, নিউ এজ পাবলিশার্স, ১৩৭৭।
• ঘোষাল, প্রীতম, স্বপ্রকাশত্বসমীক্ষা, মহাবোধি বুক এজেন্সি, ২০২০।
• বাগচী, দীপক কুমার, ভারতীয় দর্শন, প্রগতিশীল প্রকাশক, ১৯৯৭।
• ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র, ভারতীয় দর্শন, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৬।
• চৌধুরী, রমা, বেদান্ত দর্শন, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৩৯৪।
• ধীরেশানন্দ, স্বামী, বেদান্ত সংজ্ঞা মালিকা, উদ্বোধন কার্যালয়,১৯৮৫।
• চক্রবর্তী , শ্রীশরচ্চন্দ্র, স্বামী-শিষ্য-সংবাদ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা , ১৯৬০।